সাদৃশ্যের সন্ধানে ঃ রবীন্দ্রনাথ ও উম্‌বের্তো একো

রমা ভট্টা চার্য

রবীন্দ্রনাথ আর উম্‌বের্তো একো পূব আর পশ্চিম শুধু নয়, আছে 'আমরা' এবং 'তারা'র আকাশ পাতাল তফাৎও। তবু দুজনেরই চিন্তা ভাবনার এমন কিছু মিল দেখতে পাই যা আমাকে শুধু অবাকই করে না, আমার নিজের সাহিত্যচিকে বুঝতে সাহায্যও করে।

পেশায় আমি শিক্ষক, তাই অন্যের ওপর আমার চিন্তার বোঝা চাপাতে আমার জুড়ি নেই। আমি যা বলছি তাই সত্য। এই সত্যের ভারি পাথর চাপা পড়ে মারা যায় অনেক সৃষ্টিশীল নূতন পাঠকের নিত্যনূতন ব্যাখ্যার স্বাভাবিক প্রবণতা। আমি আমার জালেই গুটিয়ে নিই তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার জগৎটিকে। তাই অমুক বই এর জন্য ওমুক সমালোচনা বই খুঁজতে নব্য পাঠকদের সারাটা দিন যায়। ভাবার আর সময় থাকে না।

'আমরা' আর 'তারা'র জটিল তত্ত্ব সরলীকরণ যখন হচ্ছে, তখন আবার নিজেদের মধ্যেই তৈরী হচ্ছে 'আমরা' 'তারা'র সমস্যা। আমি ধরেই নিয়েছি নব্য পাঠকরা আমার পিছনেই ছুটিবে, আমি যে ভাবে একটা জটিল তত্ত্ব সরলীকরণ করেছি তারা সেভাবেই করবে। আমার এই অদ্ভুত প্রসঙ্গের অবতারণা আসলে এইজন্য যে - রবীন্দ্রনাথ এবং একো দুজনেই এই ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিলেন আর এর প্রতিবাদ করেছিলেন দু'জনেই তাঁদের লেখার মধ্যে।

উম্‌বের্তো একো পেশায় ইতালীর একটি ঝিবিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পঞ্চাশের দশকে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ বেরোয়। সেন্ট্‌ টমাস্‌ আকুয়ানেসের রসতত্ত্ব তথা শিক্ষা চিন্তা নিয়েই একো গবেষণা করেছেন। 'চিহ্ন বিজ্ঞানের তত্ত্ব'; 'চিহ্ন বিজ্ঞান ও ভাষার দর্শন'; 'পাঠকের ভূমিকা' ইত্যাদি যুগান্তকারী বই লিখে একো পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছিলেন। তবে ইউরোপে বিশেষ করে পাঠক মহলে তাঁর পরিচয় ছিল ঔপন্যাসিক হিসেবে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত ঝি আলোড়নকারী উপন্যাস 'দি নেম্‌ অব্‌ দি রোজ্‌' উপন্যাসের উইলিয়ামের মুখ দিয়ে একো তা শুনিয়েছেন পাঠককে -

'জগৎ একটা মহাগ্রন্থের মতো, ঈশ্বর তার মধ্য দিয়ে অজস্র স্বাক্ষর বা প্রমাণ চিহ্ন সাজিয়ে রেখে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। ..... শুধু যে ব্রহ্মাণ্ড আমাদের এক অন্তহীন চিহ্নমালার মাধ্যমে চরমতত্ত্ব শিক্ষা দেয় তা নয়। ঠিকমতো পড়তে জানলে জগতে ছড়িয়ে আছে আরও নিকটতর সহজতর অনেক চিহ্ন - যা মুখের ভাষায় আমাদের দেয় দৈনন্দিন জাগতিক সত্যেরই নিশানা।'

সারা উপন্যাসেই চলেছে উইলিয়ামের কাছে এ্যাড়সোর শিক্ষা - কিভাবে ছোট খাটো শব্দ, ইঙ্গিত, চেহারা আবরণ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রকল্প সাজিয়ে তার দ্বারা চিহ্নিত অন্য অজ্ঞাত ঘটনার জ্ঞান লাভ করা যায়। এই জ্ঞান লাভ করার শেষ পরিণতিটা কিন্তু কণ ওকৌতুকাবহ। নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন উইলিয়াম। একোর ভিতরেও চলছিল একই দ্বন্দ্ব। যাঁরা সত্যিই মানব জাতিকে ভালোবাসেন তাঁরা ধ্রুবসত্যের মুখ হয়তো ইচ্ছে করেই একটুখানি বদলে দিতে চান, যাতে আমরা আমাদেরই অশরীরী আত্মার ক্রীতদাস হয়েনা যাই। তাঁরা মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তাদের উদ্দেশ্য মানুষকে সত্য বিষয়ে একটুখানি হাসানো। কারণ হয়তো আমাদের সত্যের জন্য উন্মত্ত বাসনার দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করা।

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পন্ডিত সমালোচকরা প্রতিনিয়ত আপাত প্রতীয়মান গৌড় বর্ণের খোসা ছাড়িয়ে শুধু শাঁস বের কর

ার, অবভাসের পর্দা সরিয়ে তত্ত্ব বা মূল সত্যকে অনাবৃত করার অহংকার করেন, তার পেছনেও আছে আর এক চত্রান্ত - মানুষকে তার নিজের দাস বানানো। তথাকথিত গভীরে যাওয়ার যে রূপকটি চালু আছে, প্রকৃত জনের অগোচর এক গূঢ় অর্থ আছে, যা কেবল অল্প কিছু সূক্ষদর্শী ভাগ্যবানেরা বুঝতে পারেন - এই যে ধারণাটি প্রচলিত আছে সর্বত্র - একো এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই এর প্রতিবাদ করেছেন।

সাহিত্য পাঠে যথার্থ গভীর, সম্ভ্রান্ত একক কোনো সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকাটা মানুষের একধরণের চিহ্ বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার। এই কুসংস্কার থেকেই কিন্তু মনগড়া, ভুলমানে ভুল ব্যাখ্যা ইত্যাদির ফতোয়া জারি হয়। তাই সাহিত্য পাঠে প্রকৃত ব্যাখ্যা নামে এক মৌলবাদের কবলে পড়ে গেছি আমরা।

অর্থের এই মৌলবাদের বিদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকায়' গভীরে যাবার প্রভাবশালী রূপকটির বিদ্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন -

পাড়ার যত জ্ঞানী গুনীর সাথে
নষ্ট হল দিনের পরে দিন,
অনেক শিখে পক্ক হল মাথা,
অনেক দেখে দৃষ্টি হল ক্ষীণ। (মাতাল, ক্ষণিকা)

উইলিয়ামের থেকেও স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলতে পারেন -

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
জ্যামিতি আর বীজগণিতে
শুষ্ক ঋষির ক্ষচিত্তে
করো এতে আপত্তি নেই। (অতিবাদ, ক্ষণিকা)

এই সত্যের পাথর চাপা দিয়ে পাঠকের নূতন ব্যাখ্যাকে হত্যা না করাটা শ্রেয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই কবি এবং তাঁর সম্পর্কেও সত্য কথা শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা। সত্য ব্যাখ্যার জ্বালায় রবীন্দ্রনাথ নিজেও কম জর্জরিত হননি। তিনি ব্রাহ্ম না হিন্দু? কোনটা সত্য? এ নিয়েও তর্ক বিতর্কের শেষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলেও ভাবা হয়েছে এক সময়। সেই বুর্জোয়া কবিই কিন্তু প্রকৃত জনকে তাঁর সাহিত্যে ব্যাখ্যার অধিকার দিয়ে গেছেন, শুধু দিয়ে গেছেন বললে ভুল বলা হয়। তার অধিকার প্রতি ষ্ঠা করেছেন তাঁর নিজের লেখায় ঃ

পাখি তাদের শোনায় গীতি
নদী শোনায় গাথা
কত রকম ছন্দ শোনায়
পুষ্প লতা পাতা -
সেই খানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
ঝি বাঁশীর ধবনি মাঝে
যেতে কি সাধ আছে?
হঠাৎ উঠে উচ্ছসিয়া
কহে আমার গান -
সেইখানে মোর স্থান। (যথাস্থান, ক্ষণিকা)

তাঁর নিজের আগ্রহ মিথ্যার উপরেই। বেঁটেখাটো সত্য যা বীণার তার ছেঁটে দেয় সেই সত্যকে তিনি ফেলে দেবেন। জগৎকে টেক্সট্ হিসেবে দেখাও ক্ষণিকারই উদ্ভাবন। রবীন্দ্রনাথ একোর বহু বছর আগেই 'ঝিখাতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাঁর লেখায় -

আজ বসন্তে ঝি খাতায়

হিসেব নেইকো পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে
ভুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে
দুধারে সব উদার চিত্তে
বিধি বিধান ছড়িয়ে চলে। (অতিবাদ, ক্ষণিকা)

শুধু সত্যই আছে জগৎ জুড়ে আর সেটার জন্যই আমরা সবকিছু ছেড়ে শুধু তার পানেই উন্মত্ত হয়ে ছুটবো কবির তাতে আপত্তি ঃ

ইচ্ছে করে বসে বসে
পদ্য লিখি গৃহকোণায়
তুমিই আছ জগৎ জুড়ে -
সেটা কিন্তু মিথ্যে শোনায়। (অতিবাদ, ক্ষণিকা)

ক্ষণিকার 'অতিবাদ' কবিতাটি কেবল কবির অতিবাদই নয়, তত্ত্বের দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ সত্য ছেড়ে আরও গভীরতর সত্যের অভিলাষী হয়েছেন। ঠিক ঠিক বোঝার যে চিরাচরিত কুসংস্কার তার শৃঙ্খল মোচন করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং একো দুজনেই।

রবীন্দ্রনাথ এবং একোর ব্যাখ্যার এই ছাড়পত্র - অন্য আরেক বিপর্যয় ও সৃষ্টি করতে পারে। গায়ের জোরে যা বুঝতে চাই তাই বুঝবো এ জাতীয় মনোভাব দেখাতে পারেন অনেকে। কিন্তু এদেরও মনে রাখতে হবে - শব্দ শুধু কথা এবং শ্রোতার নয়। শব্দ একটি সামাজিক বহুজন ব্যবহৃত বিনিময়ের মাধ্যম। শব্দটিকে কোন অর্থের মধ্যে খেলানো থাকে তা নিয়ন্ত্রিত করে দেয় সমাজ। পাঠক ও লেখকের মধ্যকার সাংস্কৃতিক সামাজিক পরিমণ্ডল। বোধেরও একটা সীমারেখা মেনে চলতে হয়। কেবল একই ভাবে নয়, নানা ভাবেই আমরা একটি শব্দকে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু এই ব্যবহারেরও একটি সীমারেখা আছে। যুগে যুগে এই সীমারেখা বাড়তে বা পাল্টাতে পারে কিন্তু উঠে যায় না। তাই একদিকে যেমন আছে ব্যাখ্যার মুক্তি, অন্যদিকে তেমনি আছে ব্যাখ্যার একটি সদৃশ্য বন্ধনও। ঐতিহ্য ও কৃষ্টির জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে তার একটা বন্ধনও স্বীকার করে নিতে হয়। যেমন বাংলায় বারোটা বেজে গেলো বলে একটি কথা আছে। খুব স্পষ্ট ভাবে দুটি অর্থই আমাদের কাছে আসে। কোনটাকে নেবো তা নির্ভর করছে কি উদ্দেশ্যে কোন স্থান কালে সেটা বলা হচ্ছে তা দেখে স্থির করা। একোর 'ফুকোর পেণ্ডুলাম' তাই একবার যাচ্ছে ফুকোর দিকে আরেকবার যাচ্ছে একো - রবীন্দ্রনাথের দিকে। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে -

ভেসে থাকতে পার যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়
না পার তো বিনা বাক্যে
টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো। (বোঝাপড়া, ক্ষণিকা)

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com